R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

কালী পূজার চাঁদা আদায় নিয়ে গ্রেপ্তার ও মারধোর, ওসির ক্ষমতার অপব্যবহার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যের আগে স্থানীয় থানার ওসি শম্ভু রায় কয়েকজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এই থানার সুজাপুরের মঞ্জুর সেখ ও ফুলতলা আশাপূর্ণা কালীপূজা কমিটির সেক্রেটারী মনোহর আগরওয়ালা (বাবলু) ও পিন্টু বারিককে হঠাৎ গ্রেপ্তার করেন। এবং আরও কয়েকজনের তল্লাসী চালান। মঞ্জুরের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নের অপচেষ্টা, গায়ের জোর দেখানো, মারধোর ও প্রতিপক্ষকে আঘাত করা এবং ধর্মের জিগির তোলার অভিযোগ আনা হয়েছে। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৭৮, ৩২৫, ২৯৫ (এ) ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মনোহর ও পিনটুর বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৮৪ ও ৩৮৬ ধারায় জোরজুলুম চাঁদা আদায়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, এই ঘটনার সূত্রপাত গত ৪ ডিসেম্বর বিকেলে ফুলতলায় মঞ্জুর সেখের লরীর ড্রাইভারের সঙ্গে আশাপূর্ণা কালীপূজা কমিটির কয়েকজন সদস্যের মধ্যে বচসা পরে মারামারিতে রূপ নেয়। মঞ্জুর ও তাঁর ড্রাইভার পূজা কমিটির একজনকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেন। এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে একদল যুবক প্রতিকারের জন্য থানার ওসির কাছে গেলে তিনি নাকি কোন ব্যবস্থা নেননি বা তাঁদের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করেননি। এর ফলে প্রতিবাদ স্বরূপ সেদিন রাতেই এক বিক্ষোভ মিছিল ওসির ব্যবহারের প্রতিকার দাবী করে মহকুমা শাসকের কাছে হাজির হন। এর কোন প্রতিকার না হলে পরদিন তাঁরা শহরে বন্ধ ডাকবেন বলে প্রচার চালান। মিছিলে ওসির সম্বন্ধে কিছু কটু মন্তব্যও করা হয়। শেষ পর্যন্ত (৩য় পৃষ্ঠায়)

পুর প্রশাসনের কাজে নাগরিক মনে সন্দেহ ক্রমশ দানা বাঁধছে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় তপন মার্কেটের ট্যাক্স ১৯ হাজার টাকা থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় কমে ১১ হাজার টাকা হওয়ায় পুর অফিসে কানাঘুষা শুরু হয়েছে। ট্যাক্স কমা বাড়ার ব্যাপারে রিভিউ কমিটিতে আছেন পুরপিতা পরমেশ পাণ্ডে, সি পি এম কমিশনারদ্বয় মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও গজনভী এবং সি পি আই এর কমিশনারদ্বয় দিলীপ সাহা ও অশোক সাহা। ঘটনা যেটুকু জানা যায় ১৯৮৩-৮৪ সালে এ্যাসেসমেন্ট বোর্ড গৌরীশঙ্কর বড়ালের বাড়ীর ভ্যালুয়েশন করেন ১৩ হাজার টাকা এবং সেই অনুযায়ী ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় ৪৮০০ টাকা। ১৯৮৯-৯০ এ পুরসভার সেন্ট্রাল ভ্যালুয়েশন বোর্ড রঘুনাথগঞ্জ পারে বিশেষভাবে ১৫টি বাড়ীর নতুন করে ভ্যালুয়েশন করেন। তার মধ্যে তপন মার্কেট অন্যতম। নতুন নতুন ঘরবাড়ী তৈরীর পরিপ্রেক্ষিতে এই মার্কেটের ভ্যালুয়েশন দাঁড়ায় ৯৭ হাজার টাকা এবং ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয় ৪১ হাজার টাকা। পরে গৌরীশঙ্কর বড়ালের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরবোর্ডের রিভিউ কমিটি ভ্যালুয়েশন কমিয়ে করেন ৪৫ হাজার টাকা ও ট্যাক্স ধার্য্য করেন ১৯ হাজার টাকা। পরবর্ত্তীতে বোর্ডের কোন সভা না ডেকে বা অন্য কমিশনারদের মতামত না নিয়েই হঠাৎ রহস্যজনকভাবে পুরসভা থেকে মার্কেটের মালিককে ১১ হাজার টাকা (৩য় পৃষ্ঠায়)

স্বাস্থ্য কর্মীর অভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রায় অচল

সাগরদীঘি : এই ব্লকের মনিগ্রাম উপস্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্বাস্থ্য কর্মীর অভাবে প্রায় অচল হতে চলেছে। এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিকটবর্তী কাবিলপুর, মোরগ্রাম, সাগরদীঘি, বালিয়া এমনকি রঘুনাথগঞ্জ থানার গ্রামগুলি থেকেও প্রতিদিন প্রায় ৩/৪ শ রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু প্রায় এক বছর আগে কমপাউণ্ডার অবসর নিলেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা ও বোমাবাজি

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামের নামু ঘোষপাড়ায় গত ১০ ডিসেম্বর ভোট দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের বচসা শেষ পর্যন্ত সংঘর্ষে পরিণত হয়। এক পরিবারের সি পি এম সমর্থকরা বোমাবাজী শুরু করলে প্রায় ২৫/৩০টি বোমা ফাটে। বোমার আঘাতে অপর পক্ষের বি জে পি সমর্থক শ্রীপতি ঘোষ, গণপতি ঘোষ ও (শেষ পৃষ্ঠায়)

শঙ্কর জাতের ইলিশ তৈরীর প্রচেষ্টা

ফরাক্কা ঃ স্থানীয় ব্যারেজের গঙ্গাজল থেকে ইলিশ মাছ ধরে তার ডিম সংগ্রহ করছেন ব্যারাকপুর মৎস্য উৎপাদন শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকরা। তাঁরা গঙ্গা সংলগ্ন দুটি পুকুরে কৃত্রিম উপায়ে ইলিশের ডিমকে সংপৃক্ত করে চারাপোনা তৈরী করার চেষ্টা করছেন। গত বছর এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষায় কিছুটা সাফল্য অর্জন করায় এ বছর আবার ঐ কাজে প্রশিক্ষকরা আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের অভিমত এই শঙ্কর জাতের ইলিশ পুকুরেও বেঁচে থাকতে পারবে। এবং পুকুরে ইলিশের বংশ বিস্তার করানো সম্ভব হবে।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৯৬ সাল

'.....জ্যোতির্গময়'

কেন্দ্রে নূতন অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনও হইয়া গিয়াছে। এখন কাজ শুরুর পালা। জনগণের প্রত্যাশিত আশা-আকাঙ্ক্ষা নব-গঠিত কেন্দ্রীয় সরকার কতটুকু পূরণ করিতে পারিবেন তাহাই দেখার। তবে বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রী নিয়োগ শাসকদলের বহু জনেরই মনঃপূত হয় নাই বলিয়া সংবাদ।

ঠিক যে সময় কাজ আরম্ভ করা হইবে, তখনই এক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। তাহা হইতেছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কন্যা ডাঃ রুবাইয়াকে অপহরণ। কাশ্মীরে উগ্রপন্থীরা এই অপহরণ করিয়াছে। তাহারা নাকি ভয় দেখাইয়াছে যে, যে পাঁচজন উগ্রপন্থীকে জেলে রাখা হইয়াছে, তাহাদের মুক্তি না দিলে ডাঃ রুবাইয়াকে হত্যা করা হইবে। ফলতঃ গোয়েন্দাদল, কম্যাণ্ডো-বাহিনীকে কাশ্মীরে প্রেরণ করা হইয়াছে। উগ্রপন্থীদের ঘাঁটির সন্ধান করা হইতেছে, আবার সংবাদে প্রকাশ যে, উগ্রপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা চালান হইতেছে এবং এই আলো-চনা নাকি ইতিবাচক। অর্থাৎ জম্মু-কাশ্মীর সরকার নাকি এই পাঁচ উগ্রপন্থীর কারামুক্তি ঘটাইয়া ডাঃ রুবাইয়াকে উদ্ধার করিবেন।

ডাঃ রুবাইয়াকে অপহরণ অত্যন্ত নিন্দনীয়। তাঁহার মুক্তি সকলেরই কাম্য। তবে উগ্র-পন্থীদের ছাড়িয়া দেওয়া হইলে তাহা প্রাদেশিক সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের কতটুকু মর্যাদাকর, তাহা ভাবিতে হইবে। ইহার দ্বারা এক নজীরের সৃষ্টি হইলে ভবিষ্যতে এই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা নাই, কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি ইহাতে উজ্জ্বল না হইয়া বরং দুর্বলতার পরি-চায়ক হইবে। আমাদের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার মধ্যেই হয়ত ডাঃ রুবাইয়া মুক্তি পাইবেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবেন। কেন্দ্রীয় সরকার কাজে নামিতেই উপরিলিখিত ঘটনা একটি ধাক্কা। কেন্দ্রীয় সরকারের যাত্রাপথ যে কুসুমাস্তীর্ণ তাহা মনে করিবার কারণ নাই। অবশ্য প্রধান মন্ত্রী খুবই বুদ্ধি-মান, বিচক্ষণ এবং কৌশলী পুরুষ। দলীয় নেতা এবং প্রধান মন্ত্রী নির্বাচনে তাহার পরিচয় মিলিয়াছে। কিন্তু আগামী বাধাবিঘ্ন তিনি কতটা দূর করিতে পারিবেন, তাহা দেখিবার আছে।

কেন্দ্রের এই সংখ্যালঘু সরকার মূলতঃ বি জে পি ও সি পি এম-এর সমর্থনের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। সি পি এম সমর্থন তুলিয়া লইলেও বি জে পির সমর্থন থাকিলে জাতীয় মোর্চা বেকায়দায় পড়িবেন না। কিন্তু বি জে পি যদি ইচ্ছা করেন, তবে এই সরকারের স্থায়িত্ব লইয়া যথেষ্ট সন্দেহ থাকিবার কথা। বি জে পি দল নিজেদের দাবী এই সুবাদে পুরাপুরি পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং জনমনে বি জে পির ভাবমূর্তি বাড়িয়া যাইবে। এমন একদিন আসিবে যখন অন্যান্য দল হয়ত বি জে পিকে সাম্প্রদায়িক দল বলিয়া চিহ্নিত করিতে সক্ষম হইবেন না। এই দলটির বক্তব্য ও ভূমিকা অত্যন্ত স্পষ্ট।

যাহা হউক জাতীয় মোর্চা সরকার বি জে পি দলের সহিত কতটুকু সৌহার্দ্র্য সম্পর্ক লইয়া চলিবেন, আগামী দিনে তাহাই দেখিবার আছে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

রান্নার গ্যাস সরবরাহে জঙ্গিপুরবাসীদের বঞ্চনা

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত এলাকায় রান্নার জন্য ইনডেন গ্যাস কোম্পানী কর্তৃক 'জঙ্গিপুর গ্যাস সার্ভিস'-এর মাধ্যমে ১৯৮৫ হতে গ্রাহকদের বাড়ী বাড়ী কোম্পানীর খরচে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও জঙ্গিপুর পারের গ্রাহকগণ প্রথম হতেই এই সুযোগে বঞ্চিত হচ্ছেন। কোম্পানী আইনে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয় সারা ভারতে বিদ্যমান। তবুও জঙ্গিপুর পারের গ্রাহকবৃন্দ নিজেদের খরচে ও দায়িত্বে নানা অসুবিধার মধ্যে সব সময় গ্যাস রঘুনাথগঞ্জ হ'তে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। সংবাদে প্রকাশ গত সেপটেম্বর মাসে জঙ্গিপুর পারের শতাধিক গ্রাহক এ ব্যাপারে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানিয়ে কোম্পানীর আইনানুসারে রঘুনাথগঞ্জের গ্রাহকদের মত জঙ্গিপুর পারেও গ্যাস সরবরাহের দাবী জানায়। তাছাড়া জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির ১৫টি ওয়ার্ডের মধ্যে জঙ্গিপুর পারে ১০টি ওয়ার্ড বিদ্যমান থাকা সত্বেও গ্রাহকরা কেন দীর্ঘদিন হতে বঞ্চিত হচ্ছেন তা জানতে আগ্রহী হন। এ ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহাশয়ও কর্তৃপক্ষের নিকট যোগাযোগ করেছেন বলে জানা যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোম্পানী কোনরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য জনগণ উদ্বিগ্ন। খবরে প্রকাশ, গত ৬ই ডিসেম্বর '৮৯ মহকুমা শাসকের অফিসে কোম্পানীর প্রতিনিধি ও ডিলারের সঙ্গে কতিপয় গ্রাহক এক বৈঠকে মিলিত হন। কোম্পানীর প্রতিনিধি নদীর ওপারে গ্রাহক-দের নিকট গ্যাস সরবরাহ না করার কোনরূপ লিখিত তথ্য বা নির্দেশ দেখাতে ব্যর্থ হন। আলোচনা প্রসঙ্গে আরও জানা যায় যদি কোন গ্রাহক নিজ দায়িত্বে দোকান হতে গ্যাস সিলিণ্ডার নিতে ইচ্ছুক হন, তাহলে সিলিণ্ডার প্রতি দু' টাকা করে ছাড় পাওয়া যাবে—যদিও অনেক গ্রাহকই এই সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং বিগত কোন সময় হতে নির্দিষ্টভাবে এই ব্যবস্থা কোম্পানী কার্যকরী করেছেন তাহা স্থানীয় ডিলার মহাশয় জানাতে অক্ষম হন। গ্রাহকদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার জন্য 'অভিযোগ বই' সকলের জ্ঞাতার্থে দোকানে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিশেষে মাননীয় মহকুমা শাসক মহাশয় জঙ্গিপুর পারে গ্রাহকবৃন্দের বাড়ী বাড়ী কোম্পানীর দায়িত্বে গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। —দিলীপ ধর, জঙ্গিপুর ১৩-১২-৮৯

আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমাদের সংস্থার সভ্য মির্জাপুরের লক্ষ্মণচন্দ্র দাসের গত ২ ডিসেম্বর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের সংস্থার সভ্যদের দোকান ৩ ডিসেম্বর বন্ধ রাখা হয়। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি ও তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি। —মুর্শিদাবাদ জেলা এগ্রো ইমপুটস্ ডিলারস্ এ্যাসোসিয়েশনের জঙ্গিপুর শাখার সভ্যবৃন্দ।

ষ্টেট বাসের চাপায় কিশোরীর মৃত্যু

বাণীপুর : গত ১২ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানার তালাই গ্রামের মোড়ে নয়া মুকুন্দপুরের বীণা খাতুন (১৪) ষ্টেট বাস চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। বাসটি চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। সেটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় ঐ অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ মানুষেরা প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। এতে বেশ কয়েক ঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ থাকে।

লরীর সংঘর্ষে মৃত চার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৪ ডিসেম্বর এই থানার ৩৪নং জাতীয় সড়কে গদাইপুর ব্রীজের কাছে একটি চাল বোঝাই লরীর (ডবলু এম কে ১৯৬৮) সঙ্গে পাথর বোঝাই লরীর (ডবলু জি বি—৩৬৩১) মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে উভয় লরীর চারজন মারা যায়। মৃত ব্যক্তিরা সামসেরগঞ্জ থানার চাঁদপুরের একজন, পুঁঠিমারীর দু'জন এবং ইসলামপুর গ্রামের একজন বলে জানা যায়।

দাদাঠাকুরের সম্পাদকীয়ের পুনর্মুদ্রণ
দুর্নীতির মুরুব্বী জোর

'দুর্নীতিতে দেশ ভ'রে গেল, এই সব ঘুষখোর তস্করের দলকে নির্মূল না করতে পারলে দেশের মঙ্গল নাই।' কথাটা প্রায় লোকের মুখেই শোনা যায়। কে এই দুর্নীতিপরায়ণদের নির্মূল করিবে? সরকার এই কাঙাল দেশের বহু টাকা ব্যয় করিয়া বিভিন্ন বিভাগে অনেক নীতিবানকে পুষিতেছেন। আজ প্রায় ছয় বৎসর হইতে নেহেরু সরকার এই গণতান্ত্রিক দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে নেহেরুজী দুর্নীতির উপর এমন খড়্গহস্ত ছিলেন যে—তিনি যখন পরাধীন ছিলেন, তখন প্রায় বচনের পাঁয়তারা করিতেন—যদি হাতে ক্ষমতা পান তবে এই সব অপরাধীকে নিকটস্থ লাইট পোষ্টে (আলো দেওয়া খুঁটিতে) ফাঁসিতে লটকাইবেন। পূর্ণ ক্ষমতা তো তাঁহারই হাতে। যদি কেহ বলে—'রাষ্ট্রপতি আছেন, আইন সভা আছে। নেহেরু কি করিবেন?' ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজ্য-সরকারগুলির রাজ্যপালদের দেখিলে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে দাবাখেলার রাজার কথা মনে হয়—রাজা কিস্তি দিবার আগে একবার মাত্র আড়াই পদ চলে, তারপর সামনা সামনি হোক বা কোণাকুণি হোক এক বারের বেশী চলে না। মন্ত্রী সামনা সামনি বা কোণাকুণি যতদূর ইচ্ছা চলিতে পারে। প্রায় রাজ্যেই আইনসভা তো প্রধান মন্ত্রীর মুঠোর মধ্যে। তবুও দুর্নীতি দমনের কোনও উপায় নেহেরুজী করতে পারলেন না।

যদিও কোনও সদস্য সত্যিকার একটা উপায় বাতলাইবার চেষ্টা পান, তিনি হাস্যাস্পদ হইয়া ঠোঁট চাটিতে বাধ্য হন।

গত ১০ই এপ্রিল পার্লামেণ্টে সরদার হুকুম সিং একটি বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব—দায়িত্বশীল ও উর্ধ্বতন সরকারী কর্ম্মচারিগণের ধনসম্পত্তি, ব্যক্তিগত অর্থ ও বিত্ত সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করিতে হইবে। চাকরী প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাদের দৌলতের পরিমাণ কি ছিল এবং চাকরী প্রাপ্তির পরে তাহার পরিমাণ কি হইয়াছে, তাহার হিসাব লইতে হইবে। প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত, ও সময়োপযোগী কার্য্যকরী। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে দুর্নীতির হদিস বা সন্ধান পাওয়া যাইত। সরকার পক্ষ হইতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রস্তাবটি মাঠে মারা যায় অর্থাৎ অগ্রাহ্য হয়। দুর্নীতির মুরুব্বী যে কত বেশী তা বোঝা যাচ্ছে। দুর্নীতি কে বন্ধ করিবে! আমরা ঔষধের বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি—দুটি ছবি একটি ঔষধ সেবনের পূর্ব্বাবস্থা একটি সেবনের পরাবস্থা। অনুসন্ধান না করিয়াই আমরা প্রায় দেখি চাকরী পাইবার আগেকার কোটের বোতাম চাকরী পাওয়ার ছ'মাস পরে আর লাগা যায় না। মাঝে ৪ আঙ্গুল ফাঁক থাকে। এ চোর সরকার না ধরিলেও প্রকৃতি দেবী তাহার অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে মেদ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া লোক-চক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন। মুরুব্বীরা ইহা বন্ধ করিতে পারেন নাই।

—জঙ্গিপুর সংবাদ, ৩০শে বৈশাখ ১৩৬০ সাল

সহমরণের স্মৃতিফলক পাওয়া গেল

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের রাধাকৃষ্ণপুর গ্রামে সহমরণের স্মৃতিস্বরূপ একটি ফলক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়। ফলকটি গত ১৩৪৭ বাংলা সালে জনৈক ত্রৈলোক্যনাথ স্মৃতিভূষণ তাঁর প্রপিতামহী ব্রহ্মময়ী দেবীর সহমরণের চিহ্ন স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলকটি থেকে জানা যায় স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের প্রপিতামহ বর্দ্ধমান জেলার মণ্ডল গ্রাম নিবাসী রামদুলাল ভট্টাচার্য্য তাঁর সহধর্মিণীসহ উক্ত গ্রামে এই শতকের প্রথম দিকে বেড়াতে এসে মারা যান। গ্রামেই তাঁর সৎকার করা হয়। স্মৃতিভূষণ ত্রৈলোক্য-নাথের প্রপিতামহী ব্রহ্মময়ী দেবী পতির সাথে সহমৃতা হন। স্মৃতিফলকে সহমৃতা হবার সঠিক তারিখ ও সাল উল্লেখ করা হয়নি। ফলকটি হতে এই তথ্য প্রমাণিত হয় যে এই শতকের প্রথম দিকে এ অঞ্চলেও সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল।

কালী পূজোর চাঁদা আদায় নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহকুমা শাসকের অনুরোধে বন্‌ধ না ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানা যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষই থানায় দুটি অভিযোগ দায়ের করেন। পরে গত ৭ ডিসেম্বর উভয় সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের প্রচেষ্টায় বিরোধের মীমাংসা হয়। কিন্তু হঠাৎ ৮ ডিসেম্বর ওসি উভয় পক্ষের তিনজনকে গ্রেপ্তার করায় ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। জানা যায় মনোহরকে গ্রেপ্তার করতে গেলে সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে ওসি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেন। মনোহর ভয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সেই অবস্থায় ওসি মনোহরকে অমানুষিক প্রহার করতে করতে থানায় নিয়ে আসেন। সেখানেও লকাপের মধ্যে ওসি তিন-চারজন পুলিশ ও হোমগার্ডের সাহায্য নিয়ে মনোহরের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালান। পরদিন ৯ ডিসেম্বর ধৃত তিনজনকে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দিলে তাঁরা জামিনে মুক্তি পান। ওসি আতংকে বাকী তিনজন যুবক গত ১১ ডিসেম্বর একই ভাবে জঙ্গিপুর কোর্ট থেকে জামিন নেন। মনোহর বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এখনও বীরপুঙ্গব ওসির অত্যাচারের চিহ্ন তাঁর শরীর থেকে মুছে যায়নি। মনোহরকে অমানুষিক মারধোর কেন করা হলো এ সম্বন্ধে এস, ডি, পিওকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—যে অভিযোগে মনোহর আগরওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেটা অন্যায় নয়। তবে মার-ধোর করা হলে তা নিশ্চয় খুব অন্যায়। তিনি আরও বলেন—যদি ডাক্তারি সারটিফিকেটে মারধোর প্রমাণ হয় তবে ওসির বিরুদ্ধে অবশ্যই তদন্ত করা হবে। ওসির এই ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহারে স্থানীয় মানুষ স্তম্ভিত। তাঁদের মন্তব্য—জোরজুলুম করে চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে দোষীকে গ্রেপ্তার করা নিশ্চয় ভালো কাজ, কিন্তু থানার কালী পূজোতে যারা জুলুম করে লাল চোখ দেখিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না কেন? তাঁরা দাবী করেন—ওসির এই ধরনের ফ্যাসিষ্ট ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক এবং দোষী পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

পুর প্রশাসনের কাজে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাৎসরিক ট্যাক্স দেবার নোটিশ দেওয়া হয়। এই ঘটনায় কমিশনাররাও হতবাক। তাঁরা অভিযোগ তোলেন কোন এক বিশেষ কমি-শনারের ব্যক্তিগত চাপের ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। অপরদিকে জঙ্গিপুর পারে কুঠি-বাড়ীর শরিকদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ বাঁটোয়ারা সম্পূর্ণ না হওয়ায় কোন কোন শরিক পুর কর জমা দিচ্ছেন না। পুর অফিস থেক তার জন্য কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরসভা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। রঘুনাথগঞ্জে বহু নতুন বাড়ী তৈরী হলেও সে সব বাড়ীর এ্যাসেসমেণ্ট বা ট্যাক্স ধার্য্যও হয়নি। আগের আমলে পুর ঘাটের ডাকের টাকায় ও কর আদায় থেকে পুরসভার ব্যয়ের সিংহ ভাগ চলতো। কিন্তু এখন বামফ্রণ্ট সরকার পুরসভাকে অঢেল টাকা দেওয়ায় কর্মীদের বেতন বা অন্যান্য উন্নয়ন কার্য্যে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে পুর প্রশাসন তেমন মাথা ঘামান না। আগে ট্যাক্স ক্যালেকশন কম হলে ক্যালেক্টারদের কৈফিয়ৎ দিতে হতো, এখন সে প্রথা উঠে গেছে। ট্যাক্স আদায় নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে পুরোদমে। নতুন বাড়ীর এ্যাসেসমেণ্ট বা পুর কর ঠিক করা হচ্ছে না কিন্তু নতুন করদাতাদের নোটিশ দেওয়ার জন্য জনৈক রাজকুমার দাসকে ঐ পদে দৈনিক ভাতায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন থেকে। এ এক বিচিত্র কাণ্ড। শোনা যায় ঐ রাজকুমার জনৈক সি পি এম কমিশনারের প্রীতিভাজন, তাই তাঁকে চাকরীতে বহাল রাখা হচ্ছে ঐ কমিশনারকে সন্তুষ্ট রাখতে। বিভিন্ন পদে অপ্রয়োজনীয় ক্যাজুয়াল কর্মী প্রচুর নেওয়া হয়েছে। তাতে জনগণের অর্থ নয় ছয় হচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। পুরসভার চার দেয়ালের মাঝে এই সব ঘটনায় নাগরিক-দের মনে নানা সন্দেহের দানা বাঁধছে।

বাস ছিনতাই-এর আসামী গ্রেপ্তার

মনিগ্রাম : গত ২১ নভেম্বর ভোরে সাগরদীঘি হয়ে কলকাতাগামী বাসে যে ডাকাতি হয় তার আসামীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। খবর, রঘুনাথগঞ্জের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকে মনিগ্রামের ছিনতাইকারী মন্টু সেখকে চিনে ফেলেন। তাঁরা মন্টু সেখের বিরুদ্ধে সরাসরি মহকুমা পুলিশ অফিসারের কাছে অভিযোগ জানালে তাকে ধরে নিয়ে আসা হয়। সে অভিযোগ স্বীকার করে ও অন্যান্যদের নাম বলে দেয়। পুলিশ গত ১০ ডিসেম্বর মন্টু সেখকে নিয়ে মনিগ্রামের সেখপাড়ায় আসে ও মন্টুর কথামত সুকা সেখ, পাঁচু সেখ ও খলিল সেখকে গ্রেপ্তার করে। অপর এক আসামী মানিক সেখকে পাওয়া যায় না। মহকুমা পুলিশ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বাস ছিনতাই-এর ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু কোন মাল উদ্ধার করা যায়নি। ঐ ঘটনার পর থেকে বাসটিতে রঘুনাথগঞ্জ থেকে সাগরদীঘি পর্যন্ত পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র অচল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আজ পর্যন্ত ঐ জায়গায় নতুন করে কারো পোষ্টিং হয়নি। একজন মহিলা কর্মী দীর্ঘদিন ছুটিতে এবং একজন জি ডি একে বহরমপুর বদলী করা হয়েছে। সেই সব পদেও কোন কর্মীর ব্যবস্থা হয়নি। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বার বার জানিয়েও কোন ফল হয়নি। ফলে রোগীরা দূর দূর গ্রাম থেকে চিকিৎসার আশা নিয়ে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। উল্লেখ্য, সাগরদীঘির বিধায়ক এবং জঙ্গিপুরের এম পি দু'জনেই মনিগ্রামের কাছাকাছি আদিকান্তনগর এবং কাবিলপুরের অধিবাসী। বহু আশা নিয়ে মানুষ তাঁদের নির্বাচিত করেছেন। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এই দুই ফ্রন্টনেতা চেষ্টা করলে এই ধরনের অসুবিধা দূর করা মোটেই অসম্ভব নয় বলে গ্রামবাসীরা মনে করেন।

বি জে পির দুই কর্মী খুনের প্রতিবাদে শোক মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ : ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত লালগোলা হিন্দু মিলন মন্দিরের সম্পাদক গঙ্গাদাস রায় চ্যাটার্জী, বিশ্বহিন্দু পরিষদের চিত্ত মুখার্জী, অনুপ সরকার, বি জে পির সুনীল দাস, রাম পাণ্ডে প্রভৃতির নেতৃত্বে আর এস এস ও সহযোগী আরো সংগঠনের সদস্যবৃন্দের এক বিশাল মৌন শোক মিছিল গত ৫ ডিসেম্বর স্থানীয় শহর পরিক্রমা করে। পরে নেতৃবৃন্দ ঐ দিনই মহকুমা শাসকের কাছে এক গণডেপুটেশন দেন। নেতৃবৃন্দ মহকুমা শাসককে জানান নির্বাচনের পর পরই সেকেন্দ্রা, সিদ্ধিকালী, সোনাটিকুরী কলোনী, সাগরদীঘি এলাকায় সি পি এমের সন্ত্রাস ভীষণ আকার ধারণ করেছে। মিলন মন্দিরের সম্পাদক রাজারামপুরের নৃশংস খুনের বিবরণ মহকুমা শাসকের সামনে বিবৃত করেন। তিনি অভিযোগ করেন, স্থানীয় এম পি জয়নাল আবেদিন খুনী ব্যক্তিদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। সি পি এমের কোন নেতাই সন্তানহারা মায়ের কাছে একবার সান্ত্বনা দিতেও যাননি। কংগ্রেসের আব্দুস সাত্তার ও মুসলীম লিগের হাজিকুল আলমও খুনীদের সাথে দেখা করে তাদের সাহস জোগাচ্ছেন। ফলে সেখানকার হিন্দুরা আতংকের মধ্যে বাস করছেন।

বচসা ও বোমাবাজী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অখিল ঘোষ গুরুতর আহত হন। রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। এই ঘটনার জের শেষতক বড় ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে বলে গ্রামের সাধারণ মানুষ আশংকা করছেন। প্রশাসনিক তেমন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যায়নি।

জমি বিক্রয়

১। ভদ্র পরিবেশে বসবাস করার উপযুক্ত রঘুনাথগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের সংলগ্ন ১৮ কাঠা জায়গা একত্রে বা প্লট করিয়া বিক্রয় হইবে।

২। পিয়ারাপুর গ্রাম সংলগ্ন হাইরোড লাগা ব্যবসার উপযোগী ৬॥ কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। যোগাযোগের স্থান—

শ্রীরাজারাম মুন্দ্রা, জঙ্গিপুর

দিলসন্স মিউচুয়ালাইজারের এক বছর

এই সংস্থা গত ১৮ই ডিসেম্বর '৮৮ সালে জঙ্গীপুর মহকুমার রঘুনাথগঞ্জ শহরের শ্মশান ঘাট রোড-এ স্থাপিত হয়। পরে ধুলিয়ান এবং রাণীনগর থানার গোয়াসে দুটি শাখা অফিস খোলা হয়েছে। গত ৩০-১১-৮৯ পর্যন্ত ২৬ জন লোক মোট ১,১৭,৪৭৬ (এক লক্ষ সতর হাজার চারশত ছিয়াত্তর) টাকা মূল্যের দ্রব্য সামগ্রী (যেমন সাইকেল, মোটর সাইকেল, রিক্সাভ্যান, প্রাইভেট কার, ষ্টিলের আলমারী প্রভৃতি) এই সংস্থার মাধ্যমে কিস্তিতে পেয়েছেন। এর কর্মী সংখ্যা বর্তমানে ৭ জন। সম্প্রতি (১৯৯০) আরও কিছু শাখা অফিস খোলা হবে। ঐ শাখা অফিসের জন্য কর্মীরও প্রয়োজন। আগামী ১৮ই ডিসেম্বর বর্ষপূর্তি দিবসে আপনাদের শুভ কামনা জানাই।

সংস্থার পক্ষে—
দিলীপ ঘোষ,
ম্যানেজার

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

হোটেল সম্রাট
ধুলিয়ান ।। মুর্শিদাবাদ
(ফোন ৮৬)
রূপ মেডিক্যালের সামনে দোতলায়
রুচিসম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আহার ও থাকার একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?
বাড়ী করার জন্য লোন চায়? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।
দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অজয়ন্তর পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।